

যোয়ালে পুস্তক এবং লাওদকীয় সপ্তম-দনি অ্যাডভেন্টিস্ট চার্চ - সংখ্যা চার

Jeff Pippenger
2025-12-07

নম্বর চার

ইশাইয়া আটাশ অধ্যায়ে "জেরুজালেমে" শাসনকারী "উপহাসকারী লোকেরো"কে "এফ্রাইমের মাতালরা" এবং "অহংকারের মুকুট" হিসেবে উপস্থাপতি করা হয়েছে। "মুকুট" নতৃত্বকে প্রতিনিধিত্ব করে এবং "অহংকার" শয়তান চিরত্বিককে বোঝায়।

মাতালদের বপিীরীতে সেই 'অবশিষ্ট' ("residue")দের দেখানো হয়েছে, যারা ঈশ্বরকে 'মহিমার মুকুট' হয়ে ওঠে, কারণ অন্তিমি বৃষ্টির সময় প্রভু তাঁর 'মহিমার রাজ্য' প্রতষ্ঠা করেন, যার প্রতরূপ হলো ক্রুশে তাঁর 'অনুগ্রহের রাজ্য' প্রতষ্ঠা করা। ক্রুশে প্রতষ্ঠিত অনুগ্রহের রাজ্যটি রববারের আইনকালে মহিমার রাজ্যের প্রতরূপ। অন্তিমি বৃষ্টি শুরু হয়েছিল ৯/১১-এ, যখন এক লক্ষ চ্যাললিশ হাজারের সলিমোহরকরণ এবং জীবিতদের বচার শুরু হয়েছিল।

আমি দেখলাম যে সকলই তাদের সামনে থাকা আসন্ন সংকটের দিকে তীব্রভাবে দৃষ্টি নবিদ্ধ করে আছে এবং তাদের চিন্তা সেইদিকে প্রসারিত করেছে। ইস্রায়লের পাপসমূহকে আগাই বচারে যেতে হবে। প্রতটি পাপ পবতিরস্থানে স্বীকার করতে হবে, তবই কাজ অগ্রসর হবে। এটি এখনই করতে হবে। সংকটের সময়ে অবশিষ্টরা আর্তনাদ করবে, 'আমার ঈশ্বর, আমার ঈশ্বর, তুমি কিনে আমাকে ত্যাগ করছে?'

"পরবর্তী বৃষ্টি তাদের ওপর আসছে যারা শুদ্ধ—তখন সকলই তা আগেকার মতোই গ্রহণ করবে।

"যখন চারজন স্বর্গদূত ছড়ে দেবে, তখন খ্রিস্ট তাঁর রাজ্য স্থাপন করবেন। যারা তাদের সাধ্যানুযায়ী সবকিছু করছে, তাদের ছাড়া আর কেউই পরবৃষ্টি গ্রহণ করবে না। খ্রিস্ট আমাদের সাহায্য করতেন। ঈশ্বরকে অনুগ্রহে, যীশুর রক্তের মাধ্যমে, সকলই বজিযী হতে পারে। সমগ্র স্বর্গ এই কাজের প্রতী আগ্রহী। স্বর্গদূতগণও আগ্রহী।" Spalding and Magan, 3.

প্রকাশতি বাক্যের চার বাতাসকে ইশাইয়া-ও এমন এক প্রচণ্ড বাতাস হিসেবে উপস্থাপন করছেন, যা পূর্ব বাতাসের দনি স্থগতি রাখা হয়েছিল; যমেন প্রকাশতি বাক্যের সংঘাতের চার বাতাসকে চার স্বর্গদূত সংযত করে রেখেছেন। সিস্টার হোয়াইট এই চার বাতাসকে 'বন্ধন ছাড়ি মুক্ত হতে চায় এমন এক ক্রুদ্ধ ঘোড়া' হিসেবে চহ্নিতি করছেন, যা 'মৃত্যু ও ধ্বংস' ডেকে আনে। এই চার বাতাস ক্রমে ক্রমে মুক্ত করা হয়—৯/১১-এ শুরু হয়ে রববারের আইনের সময় তা ব্যাপকভাবে তীব্রতর হয়, এবং মানব পরীক্ষাকাল শেষে হলে তা সম্পূর্ণভাবে ছড়ে দেওয়া হয়।

মুক্ত এবং সংযত

সপ্তম তুর্য, যা তৃতীয় হাযও বটে এবং যা ঈশ্বরের রহস্যের সমাপ্তি ঘোষণা করে, তা ৯/১১-তে ভাববাদীভাবে ধ্বনতি হয়েছিল, যখন ইসলাম মুক্ত পিয়েছিল এবং পরে ৯/১১-পরবর্তী সময়ে জর্জ ডব্লিউ. বুশ ভাববাদীভাবে ইসলামকে সংযত করেছিলেন। ইসলামের মাতা,

ইশ্মায়িলের মা হাগার, বন্ধন ও মুক্তির প্রতীক। সারা তাঁকে আব্রাহামের সঙ্গে সন্তান জন্মদানের জন্য মুক্ত করছিলেন; এরপর ঈর্ষাবশত সারা তাঁকে সংযত করনে, ফলে হাগার পালিয়ে যান, যতক্ষণ না এক দবেদূত হাগারকে পালানো থেকে নিবৃত্ত করে তাঁকে ফিরে যতে বলনে। ইসহাকের জন্মের পরও হাগার ও সারার বরোধ চলল, অবশেষে আব্রাহাম সেই দাসীকে বতিাড়তি করলনে, ফলে তাঁর ওপর আরকেটা সংযম আরোপতি হলো।

ইসলামের চারজন ফরেশেতা প্রকাশতি বাক্য নবম অধ্যায়ের পঞ্চদশ পদে উল্লিখিতি তনিশ একানব্বই বছর ও পনরো দিনেরে ভবিষ্যদ্বাণীর শুরুতহে মুক্ত করা হয়ছিলি, এবং তারপর ১১ আগস্ট, ১৮৪০-এ তাদরে বাঁধা হয়ছিলি।

আর ষষ্ঠ স্বর্গদূত তুরী বাজালনে, আর আমা ঈশ্বররে সম্মুখে যে সোনার বদৌ আছে তার চারটা শিং থেকে একটা কণ্ঠস্বর শুনলাম, যা তুরীধারী সেই ষষ্ঠ স্বর্গদূতকে বলছে, "মুক্ত কর সেই চার স্বর্গদূতকে যারা মহা ইউফ্রাতসি নদীতে বাঁধা আছে।" আর সেই চার স্বর্গদূত মুক্ত হলনে; তাঁরা প্রস্তুত ছিলনে এক ঘণ্টা, এক দিন, এক মাস এবং এক বছরেরে জন্ম—মানুষেরে তৃতীয়াংশকে হত্যার উদ্দেশ্যে। প্রকাশতি বাক্য ৯:১৩-১৫।

যখন তৃতীয় দুর্দশার ইসলামকে ৯/১১-এ আক্রমণেরে জন্ম ছাড়া হলো, জর্জ ডব্লিউ. বুশ সন্ত্রাসবাদেরে বিরুদ্ধে তার বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ শুরু করনে এবং ইসলামেরে ওপর ন্যিন্ত্রণ আরোপ করনে। ইসলামেরে প্রতীক ইশ্মায়িলেরে প্রথম উল্লিখে জানায় যে ইশ্মায়িলেরে বংশধররো প্রত্যকে মানুষেরে বিরুদ্ধে থাকবে এবং প্রত্যকে মানুষ তাদরে বিরুদ্ধে থাকবে।

আর সদাপ্রভুর দূত তাকে বললনে, দেখে, তুমি গর্ভবতী হয়েছ, এবং এক পুত্রসন্তান প্রসব করবে, আর তার নাম ইশ্মায়িলে রাখবে; কারণ সদাপ্রভু তোমার দুঃখকষ্ট শুনছেন। আর সে হবে এক বন্য মানুষ; তার হাত প্রত্যকে মানুষেরে বিরুদ্ধে থাকবে, এবং প্রত্যকে মানুষেরে হাত তার বিরুদ্ধে থাকবে; এবং সে তার সকল ভ্রাতৃগণেরে সম্মুখে বাস করবে। আদপিস্তক ১৬:১১, ১২।

ইসলাম হলো বিশ্বেরে শেষে সময়ে সেই শক্তি, যার বিরুদ্ধে "প্রত্যকে মানুষেরে হাত" থাকবে, এবং ইসলামও প্রত্যকে মানুষেরে বিরুদ্ধে থাকবে, যমেনটা আজ সম্পূর্ণভাবে পূর্ণ হচ্ছো। ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতীক হিসেবে ইসলামেরে বিশেষ কাজ হলো একটা বিশ্বযুদ্ধ ঘটানো। এই বিষয়টি এলিয়াহ ও বাপ্তিস্মদাতা যোহননের কাহনি দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে এবং প্রকাশতি বাক্য গ্রন্থে এটিকে "জাতসিমূহেরে ক্রোধান্বতি হওয়া" হিসেবে উপস্থাপতি হয়েছে।

"সেই দুর্দশার সময়েরে সূচনা,' এখানে যে উল্লিখে করা হয়েছে, তা মহামারীগুলি টলে দেওয়া শুরু হবে যে সময় নয়; বরং তার ঠিক আগে একটা সংক্ষিপ্ত সময়, যখন খ্রিস্ট পবিত্রস্থানে থাকবেন। সে সময়, যখন পরিত্রাণেরে কাজ সমাপ্তির দিকে এগোচ্ছে, তখন পৃথিবীতে বিপদ আসবে, জাতসিমূহ করুদ্ধ হবে, তবু তাদরে সংযত রাখা হবে, যাতো তৃতীয় স্বর্গদূতেরে কাজ ব্যাহত না হয়। সেই সময়ে 'শেষে বৃষ্টি,' অর্থাৎ প্রভুর উপস্থিতি থেকে আসা সতজেতা, আসবে—তৃতীয় স্বর্গদূতেরে উচ্চ কণ্ঠকে শক্তি দিতে এবং পবিত্রদেরে এমনভাবে প্রস্তুত করতে যে, সাতটা শেষে মহামারী টলে দেওয়া হবে যে সময়েরে তারা দৃঢ়ভাবে দাঁড়তে পারো।" Early Writings, 85.

"যে 'দিনগুলোতে' অন্তিমি বৃষ্টি পড়ছে, খ্রীষ্ট দানয়িলেরে পুস্তকে যমেন দেখানো হয়েছে, তমেনি তাঁর মহামার রাজ্য স্থাপন করনে।"

আর এই রাজাদের দনিগুলতি স্ববর্গের ঈশ্বর এমন এক রাজ্য স্থাপন করবনে, যা কখনও ধ্বংস হবে না; এবং সেই রাজ্য অন্য কোনো জাতির হাতে ন্যস্ত হবে না; বরং তা এই সব রাজ্যকে চূর্ণবিচূর্ণ করে গ্রাস করবে, এবং তা চরিকাল স্থায়ী থাকবে। দানিয়েল ২:৪৪।

যে "দনিগুলতি" খ্রিষ্ট তাঁর গৌরবের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করনে, তখন যারা খ্রিষ্টের গৌরবের "মুকুট", তাদেরকে "অহংকারের মুকুট" পরা মদ্যপদের সঙ্গে বৈপরীত্যে দেখানো হয়েছে। যে "দর্শন" হাবাক্কুককে "ফলকে" লিখে স্পষ্ট করত বলা হয়েছিল, তা অ্যাডভেন্টবাদের ভিত্তিমূল সত্যসমূহের ঐতিহাসিক সাক্ষ্যকে সুস্পষ্টভাবে চিত্রিত করে। হাবাক্কুককে সাক্ষ্যে ঘোষনের "অহংকার" ও "গৌরব"—এই দুই শ্রণে উপস্থাপিত হয়েছে এমন দুটি গোষ্ঠী হিসেবে: যারা—বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিক সাব্যস্ত—অথবা যারা—অহংকারে উচ্চে ওঠে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ পদ এই দুই শ্রণেকে উদ্দেশ্য করে, এবং তা ফারাসী ও কর-আদায়কারীর ধরুপদী দৃষ্টান্তের সমান্তরাল। কর-আদায়কারী ধার্মিক সাব্যস্ত হয়ে বাড়ি ফরিল, আর ফারাসীর "প্রাণ" "সং নয়", কারণ তা "উচ্চে উঠছে"।

দখে, যে অহংকারে ফুলে ওঠে, তার প্রাণ তার মধ্যে সং নয়; কিন্তু ধার্মিক ব্যক্তির বিশ্বাসে বাঁচবে। হাবাক্কুক ২:৪।

পরবর্তী পদে হাবাক্কুক যাদের হৃদয় অহংকারে উঁচু হয়ে উঠছে সেই শ্রণেটিকে মাতাল বলে চিহ্নিত করেন; ফলে যশাইয়ার ও হাবাক্কুককে মাতালদের সঙ্গে "অহংকার"-এর সংযোগ স্থাপিত হয়।

হ্যাঁ, তদুপরি, মদের কারণে সে অপরাধ করে; সে অহংকারী মানুষ, ঘরে স্থির থাকে না; তার বাসনা পাতালের মতো প্রসারিত, এবং সে মৃত্যুর মতো—কখনোই তৃপ্ত হয় না; বরং সে নিজের কাছে সব জাতিকে জড়ো করে এবং সব জনগণকে নিজের জন্ম সংগ্রহ করে। হবক্কুক ২:৫।

এ কথা মনে রাখা মূল্যবান যে হবক্কুক এই পদগুলো কেবল মিলারাইট ইতিহাসে পূরণ হয়েছিল তা নয়, তাদের পূর্ণতা ছিল এলনে হোয়াইট এবং অ্যাডভেন্টবাদের প্রাথমিক পথকিৎদেরও একটি সাধারণ আলোচ্য বিষয়। মিলারাইট ইতিহাসের চতুর্থ পদে যে বিশ্বাস উপস্থাপিত হয়েছে, সেই বিশ্বাস দ্বারা যারা ধার্মিক গণ্য হয়েছিলেন, তারাই প্রথম হতাশার সংকট সহ্য করছিলেন; যা অপেক্ষার সময়কে এবং বাবলিনের পতন ঘোষণা করা দ্বিতীয় স্ববর্গদূতের বার্তার আগমন—উভয়টিকেই চিহ্নিত করছিল। সেই পরীক্ষার ইতিহাসে মিলারাইটরা বুঝেছিল যে পূর্বতন চুক্তিবিক্ত লোকেরা, যারা ঐতিহাসিকভাবে প্রোটোস্ট্যান্ট ছিল, তারা বাবলিনের কন্যারা হয়ে গেছে। সেই প্রোটোস্ট্যান্টরা ছিল সারদাসিরে মণ্ডলীর দ্বারা প্রতিনিধিত্বকৃত প্রোটোস্ট্যান্টরা, যা একটি চুক্তিবিক্ত জাতিকে নির্দেশ করে, কারণ তাদের একটি "নাম" ছিল—যা চরিত্র ও চুক্তিগত সম্পর্ক উভয়ের প্রতীক—কিন্তু তারা মৃত ছিল।

আর সারদাসিরে মণ্ডলীর দূতের কাছে লিখি: এই কথা বলনে তনি যাঁর কাছে ঈশ্বরের সাত আত্মা ও সাতট নিকষত্র আছে: আমতিমার কাজ জানি; তোমার খ্যাতি আছে যে তুমি জীবতি, কিন্তু তুমি মৃত। প্রকাশতি বাক্য ৩:১

১৮৪৪ সালের পরীক্ষা-প্রক্রিয়ায়, যা ১৯ এপ্রিল শুরু হয়ে পরে ২২ অক্টোবর সমাপ্ত হয়েছিল—যারা সেই পরীক্ষা-প্রক্রিয়ায় ব্যর্থ হয়েছিল, তারা অহংকারে পরপূর্ণ হয়ে উঠেছিল; এবং আমরা যদি কেবল পঞ্চম পদের পরবর্তী পদগুলো পড়ি, তবে সেখানে পোপীয় ঔদ্ধত্য ও আত্ম-উচ্চকরণের একটি উদাহরণের মাধ্যমে মানবীয় অহংকারের

বশেষটি তুলে ধরা হয়েছে। এটি বিশিতম পদে গিয়ে শেষে হয়, যখন ঘোষণা করা হয় যে প্রভু তাঁর পবিত্র মন্দিরে আছেন; সমগ্র পৃথিবী নীরব থাকুক।

কিন্তু প্রভু তাঁর পবিত্র মন্দিরে রয়েছেন: তাঁর সম্মুখে সমস্ত পৃথিবী নীরব থাকুক।
Habakkuk 2:20.

হাবাক্কুককে দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পদ ১৮৪৪ সালের ১৯ এপ্রিলের প্রথম হতাশাকে চিহ্নিত করে, এবং অধ্যায়টি বিশিতম পদে শেষে হয়, যা স্পষ্টভাবে ১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবরকে নির্দেশ করে, যখন প্রভু হঠাৎ তাঁর মন্দিরে এসে উপস্থিত হলেন।

১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবরের চারটি আগমন (লাইন পর লাইন)

“পবিত্রধামের শুদ্ধকরণের জন্য আমাদের মহাজ্ঞান রূপে খ্রিস্টের অতী পবিত্র স্থানে আগমন—যা দানিয়েল ৮:১৪-এ প্রদর্শিত হয়েছে; মনুষ্যপুত্রের প্রাচীনকালের জনের কাছে আগমন—যা দানিয়েল ৭:১৩-এ উপস্থাপিত হয়েছে; এবং প্রভুর তাঁর মন্দিরে আগমন—যা মালাখি দ্বারা পূর্ববাণীকৃত হয়েছে—এসবই একই ঘটনার বিবরণ; এবং এটিও সেই একই ঘটনা, যা মথি ২৫-এ দশ কুমারীর উপমায়ে খ্রিস্ট কর্তৃক বরণতি, বর-এর বিবাহে আগমনের মাধ্যমে প্রতীকায়িত হয়েছে।” The Great Controversy, 426.

তৃতীয় ও চতুর্থ পদ দ্বিতীয় পদ থেকে বিশিতম পদ পর্যন্ত চলা পরীক্ষার প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন দুটি শ্রীকোকে চিহ্নিত করে—এই পরীক্ষার প্রক্রিয়া ১৮৪৪ সালের ১৯ এপ্রিল থেকে ২২ অক্টোবর পর্যন্ত বসিত। চতুর্থ পদ থেকে উনবিংশ পদ পর্যন্ত মূলত পোপীয় ক্ষমতাকে উদ্দেশ্য করে, তবে চতুর্দশ পদ ব্যতিক্রম; তা ৯/১১-এ প্রকাশিত বাক্যের আঠারো অধ্যায়ের স্বর্গদূতের অবতরণের পরবর্তী ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করে।

কারণ প্রভুর মহিমার জ্ঞানে পৃথিবী পরিত্রাণ হবে, যখন জলসমূহ সমুদ্রকে আচ্ছাদিত করে। হাবাক্কুক ২:১৪।

মলিরোইট ইতিহাসে দ্বিতীয় স্বর্গদূতের পরীক্ষার প্রক্রিয়ায় দুই শ্রীকোকে উপাসক গড়ে উঠেছিল এবং পরে ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪-এর সঙ্কটে তা প্রকাশিত হয়। পাঠ্যাংশে অধর্মকিরে যে চরিত্র চিত্রিত হয়েছে, তা পোপনতন্ত্রের চরিত্র; এবং সেই পরীক্ষার সময়ে বিশ্বস্ত মলিরোইটরা দ্বিতীয় স্বর্গদূতের বার্তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ঘোষণা করেছিল যে মলিরোইট বার্তা প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে প্রোটস্ট্যান্ট চার্চসমূহ রোমের কন্যাসমূহে পরণত হয়েছে। ১৯ এপ্রিল থেকে শুরু হয়ে ২২ অক্টোবর পর্যন্ত যে বতিরক উন্মোচিত হয়েছিল, সেখানই চরিত্র প্রকাশ পেয়েছিল—কটে যখন বলাজার ছিল বাবিলনের মদরে অহংকারী পানকারী, তখন কটে আবার বলাজারের সামনে দাঁড়ানো দানিয়েলের মতো, যে তার বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিক গণ্য হয়েছিল। ওই বতিরকেই সেই নাটক উন্মোচিত হয় যা তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তার সঙ্গে সম্প্রকতি চরিত্রন বাস্তবতার প্রতি বিশ্বকে জাগিয়ে তোলে। মাতাল বনাম ধার্মিক গণ্য—এই পটভূমি স্থাপিত হয়েছে এই যুক্তির প্রক্ষেপটে যে, কীভাবে বিশ্ব এ বিষয়গুলোর ব্যাপারে আলোকিত হয়: “কারণ প্রভুর মহিমার জ্ঞানে পৃথিবী পরিত্রাণ হবে, যখন জল সাগর আচ্ছাদিত করে।” সেই আলোকিতকরণ ৯/১১-তেই শুরু হয়েছিল।

হবাক্কুককে দ্বিতীয় অধ্যায়ে উপস্থাপিত ইতিহাসের উপসংহারে প্রভু ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪-এ হঠাৎ তাঁর মন্দিরে এসেছিলেন। তিনি এটি করেছিলেন সেই ভবিষ্যদ্বাণীর পরিত্রাণস্বরূপ, যা তিনি দানিয়েলের অষ্টম অধ্যায়ের চতুর্দশ পদে পালমোনি নামে

উপস্থাপন করছিলেন।

পালমনা

বাইবেলীয় পঞ্জিকার সপ্তম মাসের দশম দিনে, যা ১৮৪৪ সালে দশম মাসের বাইশতম দিনে পড়ছিল, হাবাক্কুক ২:২০ পূরণ হয়েছিল; এবং প্রতীকী সংখ্যা "২২০" 'অধ্যায় ও পদ'-এ দেখা যায়, যা স্বর্গীয় পবিত্রস্থানে খ্রিস্টের কাজের মধ্যে একটি ব্যবস্থাগত পরিবর্তনকে চিহ্নিত করে। এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের একটি ভাববাদী বৈষ্ণব হলে, তারা মেষশিকার যখনই তাকে যান সখনই অনুসরণ করে। খ্রিস্টকে অনুসরণ করা মানে তাঁর বাক্যে তাঁকে অনুসরণ করা।

তাঁর বাক্যে, "২২০" সংখ্যা প্রতীকীভাবে দ্বিধা ও মানবত্বের সমন্বয়কে নির্দেশ করে, এবং সেই তারিখে খ্রিস্ট যিনি কাজ শুরু করেছিলেন, তা ছিল তাঁর দ্বিধা ও মানবত্বের সঙ্গীত একীভূত করার কাজ। ১৮৪৪ সালে দশম মাসের বাইশতম দিনে—অথবা প্রতীকীভাবে, বাইশ গুণ দশ সমান "২২০" (২২ X ১০ = ২২০), অর্থাৎ যিনি তারিখটি প্রতীকগতভাবে "২২০"-এর সমান—সেই দিন "হাবাক্কুক ২:২০" পূরণ হয়েছিল, যখন খ্রিস্ট পবিত্র স্থান থেকে অতপিত্র স্থানে অগ্রসর হয়ে তদন্তমূলক বচির আরম্ভ করলেন।

পালমনা, বস্মিক সংখ্যা, অ্যাডভেন্টবাদের কেন্দ্রীয় স্তম্ভ যিনি 'প্রশ্ন ও উত্তর', তার মধ্যেই অবস্থান করে, এবং অধিকাংশ অ্যাডভেন্টিস্টই সেই সত্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত নন।

"সমস্ত অন্য শাস্ত্রবাক্যের ঊর্ধ্বে যিনি শাস্ত্রবাক্যটি অ্যাডভেন্ট বস্মিকের ভিত্তি ও কেন্দ্রীয় স্তম্ভ উভয়ই ছিল, তা ছিল এই ঘোষণা: 'দুই হাজার তিন শত দিন পরে'; তারপর পবিত্রধাম শুচিকৃত হবে।' [Daniel 8:14.]" The Great Controversy, 409.

দানিয়েলের অষ্টম অধ্যায়ের ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ পদে, ত্রয়োদশ পদে একটি প্রশ্ন রয়েছে, যার উত্তর চতুর্দশ পদে দেওয়া হয়েছে। হিব্রু শব্দ পালমনা ত্রয়োদশ পদে "that certain saint" হিসেবে অনূদিত হয়েছে, এবং খ্রিস্টের সেই বিশেষ নামের অর্থ হলো "বস্মিক গণনাকারী" বা "রহস্যের গণনাকারী"।

যখন এলেন হোয়াইট চতুর্দশ পদটিকে অ্যাডভেন্টবাদের কেন্দ্রীয় স্তম্ভ ও ভিত্তি হিসেবে চিহ্নিত করেন, তখন তিনি এই দুই পদের প্রশ্ন ও উত্তরকে ওপর ঈশ্বরীয় গুরুত্ব আরোপ করেন, যা দাবি করে যিনি বস্মিক গণনাকারী হিসেবে খ্রিস্টই হতে হবে প্রধান নথি। সিস্টার হোয়াইট বারবার জোর দিয়ে বলেছেন যে যিনি-কোনো অংশের কেন্দ্রীয় সত্য হিসেবে খ্রিস্টকে দেখার গুরুত্ব অপরিসীম, এবং ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ পদে খ্রিস্টের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি রয়েছে—'এক নির্দিষ্ট পবিত্রজন'—যিনি পালমনা

১৮৬৩ সালে অ্যাডভেন্টবাদ লেবীয় পুস্তকে ২৬ অধ্যায়ের 'সাত গুণ' প্রত্যাখ্যান করলে, তারা পালমনার প্রতিচোখ বন্ধ করেছিল; কারণ প্রশ্ন ও উত্তরকে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক কাঠামোটি মূসার 'সাত গুণ' এবং দানিয়েলের 'দুই হাজার তিনশো দিন'-এর পারস্পরিক সম্পর্কে ওপর ভিত্তি করে। মূসার 'সাত গুণ' অর্থাৎ দুই হাজার পাঁচশো কুড়ি বছর এবং দানিয়েলের 'দুই হাজার তিনশো সন্ধ্যা ও সকাল' অর্থাৎ দুই হাজার তিনশো বছর—এই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সম্পর্ক সময়ে দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, আর সময় সংখ্যা দ্বারা উপস্থাপিত; এবং অ্যাডভেন্টবাদের কেন্দ্রীয় স্তম্ভস্বরূপ সেই প্রশ্ন ও উত্তরকে একবারে কেন্দ্রে অবস্থান করেন 'অদ্ভুত গণনাকারী'। যাঁরা যোসেফের লেখোয় পড়েন, তাঁরা হয়তো

স্মরণ করবনে তাঁর যৌক্তিক যুক্তিগুলি, যখনে তিনি ঈশ্বর সৃষ্টি দুটি বিশিষ্ট বিষয় চিহ্নিত করেন। একটি ছিল হিব্রু ভাষা এবং আরেকটি ছিল পরমাপযোগ্য সময়, যার জন্ম গণতিরে প্রয়োজন হয়।

ত্রয়োদশ পদ জিজ্ঞাসে করে "কতকাল?" পদটি "কখন" জিজ্ঞাসে করে না, এটি জিজ্ঞাসে করে "কতকাল?" প্রশ্নটি যদি সময়ের স্থিতি (কতকাল?) নিয়ে হয়, নাকি একটি নির্দিষ্ট সময়বিন্দু (কখন?) নিয়ে—এটি সঠিকভাবে বোঝা অপরহিঁর্য। চতুর্দশ পদের প্রশ্নের উত্তরটি হয় একটি নির্দিষ্ট সময়বিন্দু নির্দেশে করে, নয়তো একটি সময়কাল—সম্ভবত দুটোই—কিন্তু উত্তর যা-ই হোক না কেন, তা ত্রয়োদশ পদের প্রশ্নের প্রক্বেষাপটে স্থাপন করতে হবে। বাক্যকে যথার্থভাবে বিভাজন করতে, অর্থাৎ চতুর্দশ পদের উত্তররে সঠিক বোঝাপড়া পতে, প্রশ্নটির প্রক্বেষাপট সঠিকভাবে বোঝা দরকার। এটি "কখন" না "তখন?"

এফ্রাইমরে মাতালরা অস্পষ্টভাবে শোখায় যে চৌদ্দ নম্বর পদটি সময়রে একটি নির্দিষ্ট বিন্দু নির্দেশে করছে, যটেকি তারা ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪ হিসেবে চিহ্নিত করে; এবং এমনটি করতে গিয়ে তারা খুব সম্ভবত The Great Controversy থেকে আমরা সদ্য যে অংশ উদ্ধৃত করছি তারই উল্লেখ করে। কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য কখনো পরবিত্তি হয় না এবং কখনো ব্যর্থ হয় না। 'কতকাল' প্রশ্নটি সময়কালকে নির্দেশে করে, সময়রে কোনো নির্দিষ্ট বিন্দুকে নয়। ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪-এ তদন্তমূলক বচাররে পর্ব শুরু হয়েছিল, এবং সেই কাজরে সঙ্গে সম্প্রকতি সত্যগুলো শাস্বত সুসমাচারকে উপস্থাপন করে, এবং তদন্তমূলক বচাররে শুরু হওয়ার তারখিটির তুলনায় এগুলো অনেকে বশে গুরুত্বপূর্ণ।

হিব্রু ব্যাকরণ স্পষ্ট, এবং সেই অভিন্ন অর্থই কিং জমেস ভার্সনে অনুবাদ করা হয়েছে। ব্যাকরণটি শুধু প্রশ্নটিকে স্থিতিকালরে প্রক্বেষাপটে স্পষ্টভাবে স্থাপনই করে না, 'কতকাল' প্রশ্নটিও বাইবলীয় ভবষিদ্বাণীর একটি প্রতীক। বহু সাক্ষরে ভিত্তিতে প্রমাণ করা যায় যে প্রতীক হিসেবে 'কতকাল' প্রশ্নটি ৯/১১ থেকে সানডে আইন পর্যন্ত ইতিহাসকে প্রতিনিধিত্ব করে। আমরা প্রথম 'কতকাল' প্রতীকটি বিবিচেনা করব, তারপর পালমোনিও যোয়লেরে কাছ ফরি যাব।

আর কতকাল? ইশাইয়া ছয়

ইশাইয়া পুস্তকরে ষষ্ঠ অধ্যায়রে তৃতীয় পদে স্বর্গদূতরে ঘোষণা করে যে পৃথিবী ঈশ্বরের মহিমায় পরপূর্ণ।

আর একজন আরকেজনকে ডেকে বলল, পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র, সনোবাহিনীর প্রভু; সারা পৃথিবী তাঁর মহিমায় পরপূর্ণ। ইশাইয়া ৬:৩।

সিস্টার হোয়াইট প্রকাশিত বাক্য আঠারো অধ্যায়রে স্বর্গদূতরে অবতরণকে তৃতীয় পদরে স্বর্গদূতরে সঙ্গে সংযুক্ত করেন।

"তাঁরা [স্বর্গদূতরে] যখন সেই ভবষিৎ দেখেন—যখন সমগ্র পৃথিবী তাঁর মহিমায় পরপূর্ণ হবে—তখন বজ্রিয়ময় স্তবগান সুরলো সঙ্গীতে একে অপররে মধ্যে প্রতধ্বনিত হয়, 'পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র, সনোবাহিনীর সদাপ্রভু! রভিডি অ্যান্ড হেরোল্ড, ২২ ডিসেম্বর, ১৮৯৬।"

যশাইয় 9/11-এ আছেন এবং তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "কতদনি" তাঁকে 9/11-এর বার্তা এমন এক লাওদকিযান জনগণের কাছে উপস্থাপন করতে হবে যারা দখতে বা শুনতে চায় না। তাঁকে বলা হয়, তাঁকে অবচিল থাকতে হবে যতক্ষণ না নগরীগুলা ভেঙে পড়ে; আর নগরীগুলা ধ্বংস শুরু হয় রববিারের আইন ঘোষণা হলে, যখন জাতীয় ধর্মত্যাগের পর আসে জাতীয় পতন।

তখন আমি বিললাম, 'প্রভু, কতদনি?' তিনি উত্তর দলিলে, 'যতক্ষণ না নগরীগুলা বাসনিদুশূন্য হয়ে উজাড় হয়ে যায়, ঘরবাড়ি মানুষশূন্য থাকে, আর দেশে সম্পূর্ণ বরান হয়ে যায়; এবং প্রভু মানুষদের বহুদূরে সরিয়ে দেন, আর দেশের মাঝখানে মহা পরতিয়াগ ঘটে। তবুও সখোনে এক-দশমাংশ থাকবে, এবং তা ফরি আসবে, কনিতু তা-ও গ্রাসতি হবে; যমেন পসিতাক গাছ ও বলুত গাছ—যখন তারা পাতা ঝাড়া, তবু তাদের মধ্যে সত্তা থাকে যায়—তমেন পবতির বীজই হবে তার সত্তা।' যশাইয় ৬:১১-১৩।

৯/১১-র সময়, যখন পৃথিবী ঈশ্বরের মহিমায় আলোকিত হয়েছিল, ইশাইয়া শেষে বৃষ্টির বার্তা উপস্থাপনের জন্য অভিষিক্ত হন, এবং তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "কতদনি" তাঁকে ৯/১১-র বার্তা এমন লোকদের কাছে উপস্থাপন করতে হবে, যাদের হৃদয় স্থূল হয়ে গেছে? উত্তর হলো "রববিারের আইন" পরযন্ত, যখন "দেশের মধ্যে এক মহা পরতিয়াগ" হবে। এই "মহা পরতিয়াগ" সংঘটিত করে লাওদকিয অ্যাডভেন্টবাদ, যাকে ইশাইয়া বাইশ অধ্যায়ে শবেনা হিসেবে উপস্থাপন করেন।

দখে, প্রভু প্রবল বনদিশায় তোমাকে নিয়ে যাবেন, এবং নশিচয়ই তোমাকে শকুত করে জড়িয়ে নবেন। তিনি অবশ্যই তোমাকে হিংস্রভাবে ঘুরিয়ে বলের মতো একটা বৃহৎ দেশে ছুড়ে ফলেবেন; সখোনে তুমি মরবে, এবং সখোনে তোমার গোরবের রথগুলো হবে তোমার প্রভুর গৃহের লজ্জা। আর আমি তোমাকে তোমার পদ থেকে তাড়িয়ে দেব, এবং তোমার মর্যাদার স্থান থেকে তিনি তোমাকে টেনে নামাবেন। ইশাইয়া ২২:১৭-১৯।

লাওদকিয অ্যাডভেন্টবাদ রববিারের আইনের সময় সত্যকে ত্যাগ করে এবং সখোনে "পরভূত" হয়, যমেনটা দানয়িলের পুস্তকের একাদশ অধ্যায়ে একচল্লিশ নম্বর পদে দেখানো হয়েছে।

তিনি মিনোরম দেশেও প্রবশে করবেন, এবং অনেকে দেশে পরভূত হবে; কনিতু এগুলি তাঁর হাত থেকে রক্ষা পাবে, যথা এদোম, মোয়াব, এবং অম্মোন-সন্তানদের প্রধান অংশ। দানয়িলে ১১:৪১।

যখন ইশাইয়া জিজ্ঞাসা করেন "কতদনি," তখন তাঁকে বলা হয় অ্যাডভেন্টজিমের কাছে বার্তাটি পশে করতে রববিারের আইন পরযন্ত, যখন দানয়িলে ১১:৪১-এর "অনকে" "উলটে দেওয়া" হবে, যখন তারা বশিরামদনি ও ঈশ্বরের ত্যাগ করবে। তারপর তারা প্রভুর মুখ থেকে উগরে দেওয়া হবে, যমেনটা প্রকাশতি বাক্য গ্রন্থে উপস্থাপতি, যখন বাইবলের সব গ্রন্থ মলিতি হয়ে সমাপ্ত হয়, এবং যখন ইশাইয়া ২২-এ শবেনাকে "সহিংসভাবে" "একটা বৃহৎ দেশে বলের মতো" নিক্ষেপে করা, যমেন তারা "অপসারতি" হয়ে "দূরে" যায়, এভাবে বরণতি হয়েছে।

সহে সময়কালে "দশমাংশ" (যা দানের দশমাংশ) হিসেবে উপস্থাপতি যে অবশিষ্টাংশ, তারা "ফরি" আসে; পাঠে যাদের তুলনা করা হয়েছে এমন বৃক্ষের সঙগে, যাদের পাতাগুলি ঝরে পড়লেও তাদের মধ্যে থাকা "সার" অবশিষ্ট থাকে। "পাতা" ভবিষ্যদ্বাণীমূলক প্রতীকে "স্বীকারোক্ত"কে নরিদশে করে। যখন অ্যাডভেন্টবাদ রববিারের আইন-এ পৌঁছায় এবং ঈশ্বরের সবাথের পরবর্ত্তে সপ্তাহের প্রথম দনিকে গ্রহণ করে, তখন তারা তাদের "স্বীকারোক্ত"র পাতাগুলি ঝরিয়ে ফলেবে এবং আর ঈশ্বরের সপ্তম-দনের সবাথ রক্ষা

করার দাবি করবে না।

ডুমুর গাছকে অভিশাপ দেওয়ার ঘটনাটি ছিল অভিনীত এক দৃষ্টান্ত। খ্রিস্টের সম্মুখেই নিজের আড়ম্বরপূর্ণ পত্রপল্লব মলে ধরা সেই অনুরবর গাছটি ছিল ইহুদি জাতির প্রতীক। উদ্ধারকর্তা তাঁর শিষ্যদের কাছে ইসরায়েলের ধ্বংসের কারণ এবং তার নিশ্চিন্তা স্পষ্ট করে দেখাতে চেয়েছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি গাছটির ওপর নৈতিক গুণ আরোপ করলেন এবং সটেকিই ঈশ্বরকে সত্যের ব্যাখ্যাতা করে তুললেন। ইহুদিরা ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করে অন্য সব জাতির থেকে পৃথক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাঁদের ওপর তাঁর বিশেষ কৃপা ছিল, এবং তারা নিজদের ধার্মিকতাকে সব জাতির উর্ধ্ব বলে দাবি করত। কিন্তু জগতের প্রতিভালোবাসা ও লাভের লোভে তারা দূষিত হয়ে পড়েছিল। তারা নিজদের জ্ঞানের গর্ব করত, কিন্তু ঈশ্বরের বধিানের ব্যাপারে ছিল অজ্ঞ, আর ভগ্নডামতি ছিল পূর্ণ। অনুরবর গাছটির মতোই, তারা তাদের আড়ম্বরপূর্ণ শাখা-প্রশাখা মাথা উঁচু করে ছড়িয়ে দিয়েছিল; চোখেরা ছিল সমৃদ্ধ, চোখে ছিল সুন্দর, কিন্তু তাদের ফল ছিল "পাতা ছাড়া কচুই নয়"। ইহুদি ধর্ম, তার মহিমাবিত্তি মন্দরি, পবিত্র বদৌ, মটিরপরা পুরোহিত ও চিত্তাকর্ষক আচার-অনুষ্ঠানসহ, বাহ্যিকভাবে সত্যই ছিল মনোহর; কিন্তু নম্রতা, প্রমে ও পরোপকার সখোনে অনুপস্থিত ছিল।

ডুমুরের বাগানের সব গাছই ফলশূন্য ছিল; কিন্তু পত্রহীন গাছগুলো কোনো প্রত্যাশা জাগায়নি, এবং কোনো হতাশাও সৃষ্টি করেনি। এই গাছগুলো অজাতীয়দের প্রতিনিধিত্ব করত। ধার্মিকতায় তারা যমেন নঃস্ব ছিল, ইহুদিরাও তমেনই ছিল; কিন্তু তারা ঈশ্বরের সর্বো করার দাবি করেনি। তারা ভালোভাবে কোনো দাম্ভিক দাবিও তোলেনি। ঈশ্বরের কাজকর্ম ও পথ সম্পর্কে তারা অন্ধ ছিল। তাদের ক্ষেত্রে ডুমুরের মৌসুম তখনও আসেনি। তারা এখনো এমন এক দিনের অপেক্ষায় ছিল, যা তাদের আলো ও আশা এনে দেবে। ইহুদিরা, যারা ঈশ্বরের কাছ থেকে বৃহত্তর আশীর্বাদ পেয়েছিল, এই দানগুলোর অপব্যবহারের জন্য দায়ী ধরা হয়েছিল। যসেব বিশিষোধিকারের জন্য তারা গর্ব করত, সেগুলোই কবেল তাদের দোষ বাড়িয়েছিল। The Desire of Ages. ৫৮২, ৫৮৩.

রবিবারের আইন কার্যকর হলে লাওদকীয় অ্যাডভেন্টিজমের ঈশ্বরের চুক্তির জনগণ হওয়ার দাবি আর থাকে না, কারণ তারা মৃত্যুর চুক্তির চহ্ন গ্রহণ করে এবং জীবনের চুক্তির সীল প্রত্যাখ্যান করে। তারপর তারা তাদের দাবির পাতাগুলি ঝরিয়ে ফলে, এবং দৃষ্টিতে আসে ইশাইয়ার দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা এক অবশিষ্ট দল—যারা ৯/১১-এ "পুরোনো পথগুলিতে" ফরিয়ে আসে, তারপর ইশাইয়া নিজেরে দূষিত অভিজ্ঞতা উপলব্ধি করলে তারা ধূলায় নম্র হয়, এবং পরবর্তীতে বদেরি উপর থেকে নেওয়া এক অঙ্গার দিয়ে পরিশুদ্ধ হয়। সিস্টার হোয়াইট আমাদের জানান যে বদেরি অঙ্গারটি পরিশুদ্ধকিে নরিদশে করে, কিন্তু পরিশুদ্ধি বলতে ইশাইয়ার ঠোঁটে অঙ্গারটির স্পর্শে যা সম্পন্ন হয়, সেইটুকুই।

জ্বলন্ত অঙ্গার শুদ্ধকরণের প্রতীক। এটি ঠোঁটে স্পর্শ করলে, ঠোঁট থেকে কোনো অপবিত্র কথা উচ্চারিত হবে না। জ্বলন্ত অঙ্গার প্রভুর দাসদের প্রচেষ্টার শক্তিকেও প্রতীকায়িত করে। রভিডি অ্যান্ড হরোল্ড, ১৬ অক্টোবর, ১৮৮৮।

শেষ কালে যে "অঙ্গার"গুলো বদৌ থেকে পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হয়, সেগুলোই হল প্রকাশিত বাক্য অষ্টম অধ্যায়ে প্রথম পাঁচ পদে সপ্তম ও চূড়ান্ত মৌহর খোলা হল পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত অঙ্গার। ইশাইয়া, এবং সুতরাং এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার, তাঁদের ঠোঁটে অঙ্গারটি স্পর্শ করায় পরিশুদ্ধ হন, কিন্তু "অঙ্গার"টি একটা বার্তা। যখন তারা স্বর্গদূতের হাত থেকে বইটিনিয়ে খায়, তখনই তা তাদের ঠোঁটে স্পর্শ করে।

তোমার সত্যের দ্বারা তাদের পবিত্র কর; তোমার বাক্যই সত্য। যোহন 17:17।

যারা "ফরিয়ে আসে" এবং অবশিষ্টাংশ (residue) হয়ে ওঠে, তাদেরকে ওক ও টলি গাছ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে; এবং যমেন খ্রিস্ট "গাছকে নৈতিক গুণে ভূষিত করছিলেন এবং তাকে দৈব সত্যের ব্যাখ্যাকারী বানিয়েছিলেন", ইশাইয়ার গাছগুলোর মধ্যে "সারবস্তু" দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা "নৈতিক গুণ" নহিত আছে। "সারবস্তু" গাছগুলোর সাথেই থাকে, এমনকি যখন যারা কবেল স্বীকারোক্তির পাতা ছিল তারা ঝরে পড়ে। "পবিত্র বীজ" হলো "সারবস্তু" এবং খ্রিস্টই ভবিষ্যদ্বাণীর "পবিত্র বীজ"। যে গাছগুলোকে অবশিষ্টাংশ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং যাদের কথা ইশাইয়া নজিহে ষষ্ঠ অধ্যায়ে বলছেন, তারা মানুষকে—অতএব মানবতাকে—প্রতিনিধিত্ব করে, আর পবিত্র বীজ দবেত্বকে প্রতিনিধিত্ব করে। অতএব, ইশাইয়ার ছয় নম্বর অধ্যায় 9/11 থেকে রববারের আইন পর্যন্ত অ্যাডভেন্টজিমে শুদ্ধকিরণকে চিহ্নিত করে, এবং সেই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাসে ইশাইয়া যে বিবরণ যোগ করেন, তা সবই তার "কতদিন" প্রশ্নের মাধ্যমে উপস্থাপিত। ইশাইয়ার কাছে "কতদিন" প্রশ্নের উত্তর ছিল 9/11 থেকে রববারের আইন পর্যন্ত।

কতকাল? ১৮৪০-১৮৪৪

১৮৪০ সালের ১১ আগস্ট ৯/১১-কে প্রতীকায়িত্ব করছিল এবং ১৮৪০ সালের ১১ আগস্ট থেকে ১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবর পর্যন্ত ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাসে এলিয়াহ ও ইজবেলের নবীদরে মধ্যে কার্মলে পরবর্তে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। শেষে পর্যন্ত বালরে নবীরা মথিয়া নবী প্রমাণিত হয়েছিল এবং এলিয়াহ তাদের বধ করছিলেন, কিন্তু সংঘর্ষের একবারে সূচিহ্নেই এলিয়াহ প্রশ্ন করছিলেন, 'তোমরা কতদিন দুই মতের মধ্যে দোদুল্যমান থাকবে?'

এলিয়াহ সমস্ত লোকের কাছে এসে বললেন, 'তোমরা আর কতদিন দুই মতের মধ্যে দোদুল্যমান থাকবে? যদি প্রভুই ঈশ্বর হন, তবে তাঁকে অনুসরণ কর; কিন্তু যদি বাল হয়, তবে তাঁকে অনুসরণ কর।' কিন্তু লোকেরা তাঁকে একটা কথাও উত্তর দিল না। তারপর এলিয়াহ লোকদের বললেন, 'আমি, আমি একাই প্রভুর নবী হিসেবে অবশিষ্ট আছে; কিন্তু বালরে নবীরা চার শত পঞ্চাশ জন।' ১ রাজাবলি ১৮:২১, ২২.

এলিয়াহ ১৮৪০ সালের ১১ আগস্টে আছেন; সেই প্রজন্মকে জিজ্ঞাসা করছেন, মলিরোইট বার্তাটা সত্য নাকি মথিয়া? এটা লাওদকিয়ার প্রত্যাশার বার্তা, যমেন ছিল যিশাইয়া ছয়।

"হাজার হাজার মানুষ উইলিয়াম মলির কর্তৃক প্রচারিত সত্যকে গ্রহণ করতে পরচালিত হয়েছিল, এবং বার্তাটা ঘোষণা করার জন্য এলিয়ার আত্মা ও শক্তিতে ঈশ্বরের দাসদের উত্থাপিত করা হয়েছিল। যোহনের ন্যায়, যিনি যীশুর অগ্রদূত ছিলেন, যারা এই গম্ভীর বার্তাটা প্রচার করতেন তারা অনুভব করতেন যে, তাদের অবশ্যই গাছের মূলইে কুঠার স্থাপন করতে হবে এবং মানুষকে অনুতাপের উপযুক্ত ফল উৎপন্ন করতে আহ্বান জানাতে হবে। তাদের সাক্ষ্য এমন ছিল যা মণ্ডলীগলোকে জাগরিত করতে ও শক্তিশালীভাবে প্রভাবিত করতে, এবং তাদের প্রকৃত চরিত্র প্রকাশ করতে উপযুক্ত ছিল। আর যখন আগত ক্রোধ থেকে পলায়ন করার গম্ভীর সতর্কবাণী ধ্বনিত হলো, তখন যারা মণ্ডলীগলোর সঙ্গ যুক্ত ছিল তাদের অনেকেই আরোগ্যদায়ক বার্তাটা গ্রহণ করল; তারা তাদের পশ্চাদপসরণ দেখতে পেল, এবং অনুতাপের তিক্ত অশ্রু ও আত্মার গভীর যন্ত্রণাসহ ঈশ্বরের সম্মুখে নজিদেরে নম্র করল। আর যখন ঈশ্বরের আত্মা তাদের উপর অবতীর্ণ হল, তখন তারা এই ধ্বনি উচ্চারণ করতে সহায়তা করল, 'ঈশ্বরকে ভয় কর, এবং তাঁকে গৌরব দাও; কারণ তাঁর বচারের সময় উপস্থিত হয়েছে।'"

১৮৪০ থেকে ১৮৪৪ সালের পরীক্ষার ইতিহাসে ঈলিয়াহের বারতা প্রত্যাখ্যানকারী প্রোটস্টেট্যান্টরা রোমের কন্যা হয়ে পড়ে এবং প্রোটস্টেট্যান্টবাদে চাদর মলিরাইট অ্যাডভেন্টবাদে কাছে সমরপণ করছিল। যশিয়াহ ও ঈলিয়াহ, এই দুই সাক্ষী সাক্ষ্য দিয়ে যে 'কতদিন' প্রশ্নটি এমন এক ইতিহাসের প্রতীক, যা ৯/১১-তে শুরু হয়ে রববারের আইনে শেষ হয়। মলিরাইট ইতিহাসে ১৮৪০ সালের ১১ আগস্ট ৯/১১-এর সঙুগে মিলে যায়, আর ১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবর রববারের আইনের সঙুগে মিলে যায়। যখন স্বর্গ থেকে আগুন নামে এসে ঈলিয়াহের বলি গ্রাস করল, তখন বারোটি পাথরও সেই বলির সঙুগে সঙুগে আলোকিত হয়ে উঠেছিল; ফলে প্রদীপ্ত পাথরের প্রতীকে এক নশান হিসেবে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার চহ্নিতি হলো। তারপর মথিয়া নবীরা যভাবে ঈলিয়াহের দ্বারা বধ হয়েছিল, তমেনা রববারের আইনে ষষ্ঠ রাজ্য হিসেবে মথিয়া নবী হিসাবে যুক্তরাষ্ট্র ধ্বংস হবে।

যশিয়াহের ছয় নম্বর অধ্যায় ৯/১১ থেকে রববারের আইন পর্যন্ত ঈশ্বরের লোকদের মধ্যে এক পরীক্ষা, পরিশোধন ও শুদ্ধকরণের প্রক্রিয়াকে জোর দিয়ে তুলে ধরে। এলিয়াহ ঈশ্বরের লোকদের লাওদকিয়ান মনোভাবকে সম্বোধন করছেন, কিন্তু একই সঙুগে সত্য ও মথিয়া ভাববক্তার মধ্যে, এবং তারই ধারাবাহিকতায় সত্য বা মথিয়া বারতার মধ্যে পার্থক্যের প্রমাণও উপস্থাপন করছেন। অতএব, ১১ আগস্ট, ১৮৪০ থেকে শুরু করে ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪-এ শেষে হওয়া এক ভাববাণীমূলক পরীক্ষা 'সারদসি' পরবর্তে প্রোটস্টেট্যান্টদের উপর আরোপ করা হয়েছিল; এবং কর্মলে পরবর্তে আগুন যমেন দুটো শ্রণীতে বিভাজন সৃষ্টি করেছিল, তমেনই ১৮৪৪ সালে দুটো শ্রণী প্রকাশিত হয়। পরীক্ষার প্রক্রিয়ায় এক শ্রণী ছিল শিগিরাই "পূর্বতন" হয়ে পড়তে যাওয়া চুক্তিবিধ জনগণ, আর অন্য শ্রণী ছিল মলিরাইট অ্যাডভেন্টিজিম, যাদের সঙুগে ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪-এ ঈশ্বর চুক্তিতে প্রবেশ করবেন। পরীক্ষা ও বিভিদের এই কালটাই আঙুরবাগানের কাহনি; কনেনা মলিরাইট অ্যাডভেন্টিজিম যমেন সত্য ভাববক্তা হিসেবে প্রমাণিত হয়েছিল, ঠিক তমেনা সারদীয় প্রোটস্টেট্যান্টবাদ তখনই ধর্মচ্যুত প্রোটস্টেট্যান্টবাদ হিসেবে নিজের ভূমিকা পালন করতে শুরু করেছিল। যভাবে বালরে ভাববক্তারা মথিয়া বলে উন্মোচিত হয়েছিল, সভাবেই পূর্বতন চুক্তিবিধ জনগণও উন্মোচিত হয়েছিল এবং পরে মলিরাইটদের দ্বারা 'রোমের কন্যা' হিসেবে চহ্নিতি হয়। কর্মলে পরবর্তে কাহনি এবং মলিরাইটদের সময়ে সেই ইতিহাসের পরিপূরণ—এই উভয়ই যশিয়াহ ছয়ের জন্য দ্বিতীয় সাক্ষ্য দিয়ে যে 'কতদিন' প্রশ্নটি ৯/১১ থেকে রববারের আইন পর্যন্ত সময়কালকে প্রতীকায়িত করে।

"আব্রাহাম, ইসহাক ও ইস্রায়লের পুত্র ঈশ্বর, নবী মনিত করে বলেন, 'আজই যনে জানা যায় যে ইস্রায়লে তুমি ঈশ্বর, আর আমি তোমার দাস, এবং আমি তোমার বাক্ষ্য অনুযায়ী এই সব কাজ করছি। হে পুত্র, আমাকে শোনো, আমাকে শোনো, যাত এই জাত জানতে পারে যে তুমি পুত্র ঈশ্বর, এবং তুমি তাদের হৃদয় আবার ফরিয়ে দিয়েছ।'"

গাম্ভীর্যে ভারী এক নীরবতা সকলের উপর নামে এসেছে। বালরে যাজকরো ভয়ে কাঁপছে। নিজদের অপরাধ সম্পর্কে সচতেন হয়ে, তারা ত্বরতি শাস্তির আশঙ্কা করছে।

এলিয়ার প্রার্থনা শেষে হওয়া মাত্রই, বজ্রপাতের উজ্জ্বল ঝলকরে মতো আগুনের শখি স্বর্গ থেকে নামে আসে উত্তোলিত বদেরি ওপর; তা বলদানকে ভস্ম করে দিয়ে, পরখিাখ থাকা জল লহন করে নেয়, এমনকি বদেরি পাথরগুলোকেও গ্রাস করে ফলে। শখির দীপ্তি পরবর্তক আলোকিত করে এবং জনতার চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। নচিরে উপত্যকাগুলোতে, যখনে অনেকেই উদ্বেগে-উৎকণ্ঠায় উপরে লোকদের গতিবিধি

দেখেছে, আগুনরে অবতরণ স্পষ্ট দেখা যায়, এবং সবাই দৃশ্যটি দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়। এটি সেই অগ্নিস্তম্ভের মতো, যা লোহিত সাগরে ইস্রায়লের সন্তানদের মশিীয় বাহিনী থেকে পৃথক করছিল।

পরবর্তে থাকা লোকেরা অদৃশ্য ঈশ্বরের সামনে ভয়ে-ভক্তিতে নত হয়ে পড়ে। স্বর্গপূরতি আগুনটির দিকে আর তাকিয়ে থাকার সাহস তাদের হয় না। তারা ভয় পায যত তাড়াতাড়ি ভস্মীভূত হয়ে যাবে; এবং এলিয়ার ঈশ্বরের তঁদের পত্নীপুরুষদের ঈশ্বর হিসেবে স্বীকার করা তঁদের কর্তব্য—এ বিশ্বাসে নিশ্চিতি হয়ে, যাঁর পরত তাঁরা আনুগত্যে খণী, তারা একসঙ্গে একক কণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে, 'প্রভু, তুমিই ঈশ্বর; প্রভু, তুমিই ঈশ্বর।' বিস্ময়কর স্পষ্টতায় সেই ধ্বনি পরবর্তে জুড়ে ধ্বনিত হয় এবং নচিত্রে সমতলে পরতধ্বনিত হয়। অবশেষে ইস্রায়লে জগে উঠছে, ভ্রান্তমুক্ত, অনুতপ্ত। অবশেষে লোকেরা দেখে কত গুরুতরভাবে তারা ঈশ্বরের অসম্মান করেছে। সত্য ঈশ্বর যত সমীচীন সবো চান, তার সঙগে তুলনায় বাল-উপাসনার প্রকৃত সম্পূর্ণ উন্মোচিত হয়ে পড়ে। তঁদের তাঁর নাম স্বীকারে আনা পরযন্ত শিশি ও বৃষ্টি আটকে রাখার মধ্য ঈশ্বরের ন্যায় ও করুণা লোকেরা স্বীকার করে। এখন তারা স্বীকার করতে প্রস্তুত যত এলিয়ার ঈশ্বর সব মূর্তির উর্ধ্বে। ভবিষ্যদ্বক্তা ও রাজারা, ১৫৩।

কতক্ষণ? মোসেসে

প্রতীকী প্রশ্ন 'আর কতকাল' ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বাণীতে প্রথম উত্থাপিত হয় মোশের সময়ে মশিীয়দের ওপর আসা অষ্টম বপিদে মধ্যযে। অষ্টম বপিদটি হিলো 'পঙগপাল' (ইসলামের প্রতীক), যা 'পূর্ব দিকের বাতাস' (ইসলামের প্রতীক) দ্বারা আনা হয়।

আর মোশে ও হাবুন ফরোউনের কাছে এসে তাকে বললেন, "ইব্রীয়দের ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা বললেন: তুমি কতদিন পরযন্ত আমার সামনে নিজেকে নম্র করতে অস্বীকার করবে? আমার প্রজাদের যত দাও, যত তা তারা আমাকে সবো করে। নইলে, যদি তুমি আমার প্রজাদের যত দতি অস্বীকার কর, দেখো, আগামীকাল আমিতোমার দেশে পঙগপাল আনব। তারা ভূমির পৃষ্ঠ ঢেকে দেবে, এমন যত ভূমি আর দেখা যাবে না; আর শলিবৃষ্টিতে যত কিছু বঁচে গিয়েছিল, তোমাদের জন্য যত অবশিষ্ট আছে, সেটুকুও তারা খেয়ে ফলেবে; এবং মাঠে তোমাদের জন্য যত পরতটি গাছ জন্মায়, তাও তারা খেয়ে ফলেবে। তারা তোমার ঘর, তোমার সকল দাসের ঘর, এবং সমস্ত মসিীয়ের ঘর ভরে দেবে: এমন দৃশ্য যা তোমার পতিরা, বা তোমার পতিমহরা, যদেনি থেকে তারা পৃথিবীতে ছিলেন আজ পরযন্ত, কখনও দেখেননি।" এরপর তিনি ফিরে দাঁড়ালেন এবং ফরোউনের কাছে থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ফরোউনের কর্মকর্তারা তাঁকে বললেন, 'এই লোকটি আর কতদিন আমাদের জন্য ফাঁদস্বরূপ থাকবে? পুরুষদের যত দনি, যত তা তারা প্রভু তঁদের ঈশ্বরের সবো করতে পারে; আপনি কি এখনও জানেন না যত মশির ধ্বংস হয়ে গেছে?'

আর মোশে ও হাবুনকে আবার ফরোউনের কাছে আনা হলো; তিনি তাদের বললেন, "যাও, তোমাদের ঈশ্বর প্রভুকে সবো করো; কনিতু কারা যাবে?"

মোশি বললেন, আমরা আমাদের তরুণদের ও বৃদ্ধদের, আমাদের পুত্রদের ও কন্যাদের, আমাদের ভেড়া-বকরির পাল ও গোরুর পাল নিয়ে যাব; কারণ আমাদের প্রভুর উদ্দেশ্যে উৎসব পালন করতই হবে।

তিনি তাদের বললেন, "যদি আমিতোমাদের ও তোমাদের ছোট সন্তানদের যত দই—প্রভু যত তমেনই তোমাদের সঙগে থাকেন। সাবধান থেকে; কারণ তোমাদের

সামনে অমণ্ডল আছে। তা হবে না: এখন তোমাদের মধ্যে যারা পুরুষ, তারা যাও এবং প্রভুর সবার কর; কারণ তোমরাই তা চেয়েছিলি।" এবং তাদের ফরোউনরে উপস্থিতি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হলো।

আর প্রভু মোশিকে বললেন, তোমার হাত মশিরের দশেরে উপর পণ্ডপাল আসার জন্য প্রসারিত কর, যাতো তারা মশিরের দশেরে উঠে এসে দশেরে সব গাছপালা খেয়ে ফলে, এমনকি শিলিবৃষ্টিতে যা অবশিষ্ট ছিল তাও। তখন মোশি তাঁর দণ্ড মশিরের দশেরে উপর প্রসারিত করলেন, আর প্রভু সারাদনি এবং সারারাত সেই দশেরে উপর পূর্ব দিকেরে বাতাস বইয়ে দিলেন; এবং সকাল হলে, সেই পূর্ব বাতাস পণ্ডপাল নিয়ে এলো। আর পণ্ডপাল মশিরের সমগ্র দশেরে উঠে এসে দশেরে সর্বত্র নমে বসল; তারা ছিল ভীষণ ভয়ঙ্কর; তাদের আগে তাদের মতো পণ্ডপাল কখনো ছিল না, আর তাদের পরে তেমন হবে না। কারণ তারা সমগ্র ভূমির মুখ ঢেকে দিল, ফলে দেশে অন্ধকার হয়ে গলে; এবং তারা দশেরে সব গাছপালা ও বৃক্ষেরে সব ফল, যা শিলিবৃষ্টি রেখে গিয়েছিলি, তা খেয়ে ফলে; এবং মশিরেরে সমস্ত দশেরে গাছগুলিতে কংবা মাঠেরে গাছপালায় কখনো সবুজ জনিসি অবশিষ্ট রইল না।

তখন ফরোউন ত্বরায় মূসা ও হারুনকে ডেকে বলল, "আমি তোমাদের ঈশ্বর প্রভুর বিরুদ্ধে এবং তোমাদের বিরুদ্ধেও পাপ করছি। এখন অতএব, কেবল এই একবার আমার পাপ ক্ষমা করুন, এবং তোমাদের ঈশ্বর প্রভুর কাছে প্রার্থনা করুন, যেন তনিকিবেল এই মৃত্যুকো আমার কাছ থেকে দূর করেন।" তনি ফরোউনরে কাছ থেকে বেরিয়ে এসে প্রভুর কাছে প্রার্থনা করলেন। তখন প্রভু পশ্চিম দিক থেকে এক প্রবল বায়ু বইয়ে দিলেন, যা পণ্ডপালগুলিকে উড়িয়ে নিয়ে লাল সাগরে নিক্ষেপে করল; মশিরেরে সমস্ত সীমানায় একটা পণ্ডপালও অবশিষ্ট রইল না। নরিগমন ১০:৩-১৯।

প্রথম "হবিবুদের প্রভু ঈশ্বর" জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি আর কতদিন আমার সামনে নিজেকে নম্র করতে অস্বীকার করবে?" তারপর ফরোউনরে দাসরা ফরোউনরে কাছে আবার জিজ্ঞাসা করল, "এই লোকটি আর কতদিন আমাদের জন্য ফাঁদ হয়ে থাকবে?" প্রশ্নটি করা হয় অষ্টম প্লগেরে সময়, যা কয়েকটি কারণে ৯/১১-এর সঙ্গে মলি খায়। দশম প্লগে হলো জ্যেষ্ট সন্তানদের হত্যা, যা ক্রুশেরে সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, এবং তার পরেই লোহতি সাগরে যে হতাশা আসে, তা অনুপূরণের আলোকে ক্রুশে শিষ্যদের হতাশার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা আবার ১৮৪৪ সালে মলিরাইটদের মহা হতাশার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই তনি সাক্ষ্যই "রববারের আইন"-এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। দশম প্লগেই হলো "রববারের আইন", এবং এর দুই প্লগে আগে অষ্টম প্লগে "পূর্ব বাতাসে" "পণ্ডপাল" এসে পড়েছিলি। সেই "পণ্ডপাল" সমগ্র পৃথিবী ভরে দিয়েছিলি, যেন আজ ইসলাম জোরপূর্বক অভিবাসনের মাধ্যমে তার অন্ধকার ছড়িয়ে দিয়ে সারা বিশ্বকে কাঁপিয়ে দিচ্ছে। "মরু পণ্ডপাল"-এর ল্যাটিন নাম "locusta migratoria," যা প্রকৃতিগত "প্রব্রজন" হিসেবে প্রতীকায়তি অভিবাসনের মাধ্যমে ইসলামেরে বিস্তারকে নির্দেশ করে।

নবম দুর্ঘোগ ছিল স্পর্শে অনুভব করা যায় এমন এক অন্ধকার।

আর প্রভু মোশিকে বললেন, "আকাশেরে দিকে তোমার হাত প্রসারিত কর, যাতো মশিরেরে দশেরে অন্ধকার নমে আসে—এমন অন্ধকার যা স্পর্শে অনুভূত হয়।" মোশি আকাশেরে দিকে তাঁর হাত প্রসারিত করলেন; আর মশিরেরে সমগ্র দশেরে তনি দনি ঘন অন্ধকার ছিলি। তারা একে অপরকে দেখেনি, আর তনি দনি কটে তার স্থান থেকে ওঠেনি; কনিত্ত ইস্রায়লেরে সন্তানদেরে ঘরবাড়িতে আলো ছিলি। নরিগমন ১০:২১-২৩।

কার্মলে পর্বত ও এলিয়াহ দ্বারা উপস্থাপিত "কতকষণ" পুরতীকবাদে মধ্য, স্ববর্গ থেকে আগুন নমে এলে একটি পার্থক্য প্রকাশ পায়। এলিয়াহর ঈশ্বর যা করত পেরেছিলেন, বাল তা করত পারেনি। মলিরাইট ইতিহাসে এই পার্থক্যটিকরা হয়েছিল পততি সারদাসীয প্রোটস্টেট্যান্টবাদ ও মলিরাইট অ্যাডভেন্টজিমে মধ্য। মোশরি ক্ষত্রে পার্থক্যটিক ছিল অন্ধকার ও আলোর মধ্য। হিব্রীদরে ঘরে আলো ছিল। ইশাইয়া আরও জানান যে, মোশরি ধারায় যাদরে আলো নহে, যারা এলিয়াহ দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত, এবং মলিরাইট সময়কালে যারা প্রোটস্টেট্যান্টবাদরে আবরণ হারায়—তারা এক "জনগণ", যারা "শোনে" "নশিচয়ই, কিন্তু বোঝে না; এবং দেখে" "নশিচয়ই, কিন্তু অনুধাবন করে না।" এরপর এই জনগণ সম্পর্কে একটা ঘোষণা দেওয়া হয়, যখনে বলা হয়েছে, "এই জাতরি হৃদয়কে স্থূল করো, তাদরে কান ভারী করো, এবং তাদরে চোখ বন্ধ করো; যনে তারা তাদরে চোখ দয়িে না দেখে, তাদরে কান দয়িে না শোনে, তাদরে হৃদয় দয়িে না বোঝে, এবং ফরিে এসে আরোগ্য না লাভ করো।"

কাডটিকিরত রাজি, কিন্তু যারা শুনবে না তাদরে কাছে প্রচার করার দায়িত্বে অভভিত হয়ে ইশাইয়া তখন বললেন, "প্রভু, কতদিন?"

মশিররে দশটি বিপিরযয়রে শেষে তনিটি ৯/১১ থেকে রববাররে আইন পরযন্ত তনিটি ধাপরে সাক্ষ্য দয়ে। ১১ আগস্ট, ১৮৪০-এ প্রথম স্ববর্গদূতরে বার্তা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়েছিল, এবং ১৯ এপ্রিলি, ১৮৪৪-এ দ্বিতীয় স্ববর্গদূত আগমন করে ও ১২-১৭ আগস্ট একসটোর ক্যাম্প মটিং-এ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়েছিল, এবং তৃতীয় স্ববর্গদূত ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪-এ আগমন করে। তৃতীয় স্ববর্গদূত রববাররে আইনরে সঙ্গে সামঞ্জস্যপূরণ, এবং অতএব একটা তনি-ধাপরে প্রক্রিয়া নরিদশে করে, কারণ প্রথম ও দ্বিতীয় ছাড়া তৃতীয় হতে পারে না।

প্রথম ও দ্বিতীয় বার্তাগুলি ১৮৪৩ এবং ১৮৪৪ সালে দেওয়া হয়েছিল, এবং আমরা এখন তৃতীয়টির ঘোষণার অধীনে আছি; কিন্তু তনিটি বার্তাই এখনও ঘোষিত হওয়া প্রয়োজন। সত্বরে অনুসন্ধানকারীদরে কাছে এগুলি পুনরায় তুলে ধরা এখন আগরে যকোনো সময়রে মতোই অপরিহার্য। কলম ও কণ্ঠরে মাধ্যমে আমরা এই ঘোষণাগুলি ধ্বনতি করব, তাদরে ক্রম দেখিয়ে এবং যে ভবিষ্যদ্বাণীগুলি আমাদের তৃতীয় স্ববর্গদূতরে বার্তায় নয়িে আসে সেগুলোরে প্রয়োগ উপস্থাপন করে। প্রথম ও দ্বিতীয় ছাড়া তৃতীয় হতে পারে না। এই বার্তাগুলি আমরা প্রকাশনা ও বক্তৃতার মাধ্যমে বিশ্বরে কাছে পৌছে দেবে, ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাসরে ধারায় যা ঘটছে এবং যা ঘটবে তা দেখিয়ে। নরিবাচতি বার্তাসমূহ, বই ২, ১০৪, ১০৫।

মশিররে দশম বিপিদকে ঐশী অনুপ্রেরণায় করুশরে সঙ্গে এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পরবর্তী হতাশার সঙ্গে সামঞ্জস্য করা হয়েছে। অতএব দশম বিপিদটি তৃতীয় বার্তা, যার আগে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক আবশ্যকতার কারণে প্রথম ও দ্বিতীয় বার্তা থাকা আবশ্যিক। ৭/১১-এ প্রভু ফারাওকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কতদিন" এবং তার অব্যবহতি পরই ফারাওয়ের দাসরোও জিজ্ঞাসা করল, "কতদিন"। মোশি যখন ঈশ্বররে "কতদিন" প্রশ্নটি ফারাওকে জানয়িে দলিনে, এবং দাসরো মোশরি সেই প্রশ্নটি ফারাওকে পুনরাবৃত্তিকিরার ঠকি আগে, তখন মোশি এক মোড় চহিনতি করলেন: "তনি ফরিে দাঁড়ালেন এবং ফারাওয়ের কাছ থেকে বরেয়িে গলেনে।" নরিগমন ১০:৬।

৯/১১ ছিল এক ভবিষ্যদ্বাণীমূলক মোড়-ফরোনো মুহূর্ত, যা পুরতীকায়তি হয়েছিল যখন মূসা পূর্ব দকিরে বাতাসে আসা পঙ্গপালরে দুর্যোগ নাময়িেছিলেন।

জাতী ও গরিজার ইতিহাসে এমন কিছু সময় আসে, যা মোড় পরবর্তনরে মুহুরত হয়ে
দাঁড়ায়। ঈশ্বররে বধানে, যখন এ ধরনরে বিভিন্ন সংকট এসে পড়ে, তখন সেই সময়রে
জন্য আলো দেওয়া হয়। বাইবেলে ইকো, ২৬ আগস্ট, ১৮৯৫।

পরবর্তী দুর্ঘোগটি অন্ধকার অথবা আলো সৃষ্টি করছিলি, আপনিকোন দলরে
অনুভুক্ত ছিলি তার উপর নির্ভর করে। ৯/১১ ছিলি 'জাতসিমুরে ইতিহাস এবং গরিজার
ইতিহাসে একটি সন্ধিক্ষণ।' সেই সময়ে ঈশ্বররে লোকদরে ফরিে এসে পুরাচীন পথ ধরে
চলতে আহ্বান করা হয়েছিলি, কনিতু তারা তাতে চলতে অস্বীকার করছিলি এবং তুররি ধ্বনতি
করণপাত করনো। এলয়িহরে পরে অন্ধকার ও আলোর মধ্যে একটি বিচ্ছদে সম্পন্ন
হয়েছিলি, এবং মোশিজিজিএসে করছিলি, 'কতকাল?' তিনিঐ অংশে আরও বলেন:

জাতসিমুরে ও গরিজার ইতিহাসে এমন কিছু সময় আসে, যা সন্ধিক্ষণ হয়ে ওঠে। ঈশ্বররে
বধানে, যখন এই নানান সংকট উপস্থতি হয়, তখন সেই সময়রে জন্য আলো প্রদান করা
হয়। তা যদি গ্রহণ করা হয়, আত্মকি অগ্রগতি ঘটে; আর যদি প্রত্যাখ্যাত হয়, আত্মকি
অধঃপতন এবং জাহাজডুরি মতো পরণিত আসে। বাইবেলে ইকো, ২৬ আগস্ট, ১৮৯৫।

আমরা "how long" বিষয়টি পরবর্তী প্রবন্ধে চালয়ি যাব।

১৮৪২ সালরে মে মাসে, বোস্টন, ম্যাসাচুটস-এ একটি সাধারণ সম্মেলন আহূত হয়েছিলি।
এই সভার শুরুতে, হ্যাভারহলি়ে ভরাতাগণ চারলস ফচি এবং অ্যাপোলস হলে দানয়িলে ও
যোহনরে চিত্রিতি ভবিষ্যদ্বাণীগুলা উপস্থাপন করনে; যা তাঁরা কাপড়ে অঙ্কতি
করছিলি, ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সংখ্যাসহ, যা তাদরে পুরতি প্রদর্শন করছিলি। সম্মেলনরে
সামনে নিজরে চারট থেকে ব্যাখ্যা করতে গয়িে ভাই ফচি বলনে, এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলা
পরীক্ষা করতে গয়িে তাঁর মনে হয়েছিলি, যদি তিনি এখানে প্রদর্শতি এরকম কিছু প্রস্তুত
করতে পারনে, তবে বিষয়টি সরল হবে এবং কোনো শ্রোতসমাবেশে সামনে তা
উপস্থাপন করা তাঁর জন্য সহজ হবে। এতে আমাদরে পথ আরও আলোকতি হলো। এই
ভরাতারা যা করছিলি, তা সেই কাজই যা প্রভু ২,৪৬৮ বছর আগে তাঁর দর্শনে
হাবাক্কুককে দেখেছিলি, এই বলে, 'দর্শন লখিে তা ফলকে স্পষ্ট করে দাও, যাতে যে তা
পড়ে সে দোড়াতে পারে। কারণ দর্শনটি এখনও নির্দিষ্ট সময়রে জন্য।' হাবাক্কুক ২:২।

বিষয়টি নিয়িে কিছু আলোচনা শেষে, সবসম্মতকিরমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে এটির
মতো তনিশটি লখিোগ্রাফে মুদ্রতি করা হবে, যা শীঘুরই সম্পন্ন হয়। সেগেলোক
'৪৩-এর চারট' বলা হত। এটি ছিলি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন। জোসেফ
বটেসরে আত্মজীবনী, ২৬৩।

"আমি দেখেছি যে ১৮৪৩ সালরে চারটটি প্রভুর হাত দ্বারা পরচালতি হয়েছিলি, এবং এটি
পরবর্তন করা উচতি নয়; সংখ্যাগুলা যিমনে তিনি চেয়েছিলি ঠকি তমেনই ছিলি; তাঁর হাত
তার ওপর ছিলি এবং সংখ্যাগুরি কিছু অংশে একটি ভুল আচ্ছাদতি করে রেখেছিলি, যাতে
তাঁর হাত সরয়িে নেওয়া না হওয়া পর্যন্ত কটে তা দেখতে না পারে।" Early Writings, 74.

"মূল বিশ্বাস'-এর উপর অবস্থানকালে দ্বিতীয় আগমনরে বক্তাগণ ও পত্রকাসমুরে
ঐক্যবদ্ধ সাক্ষ্য এই ছিলি যে, চারটটির প্রকাশনা হাবাক্কুক ২:২, ৩-এর একটি
পরপূর্ণতা ছিলি। যদি চারটটি ভাববাণীর একটি বিষয় হয়ে থাকে (এবং যারা তা অস্বীকার
করে তারা মূল বিশ্বাস ত্যাগ করে), তবে এর অবশ্যম্ভাবী ফল এই যে, ২৩০০ দবিসরে
গণনা শুরু করার বছর ছিলি খ্রিস্টপূর্ব ৪৫৭। ১৮৪৩ সালকে প্রথম প্রকাশতি সময় হওয়া
আবশ্যক ছিলি, যাতে 'দর্শন' 'বলিম্ব' করে, অর্থাৎ এমন একটি বলিম্বকাল থাকে, যার

মধ্যম মধ্যরাত্রির ধ্বনি দ্বারা জাগ্রত হওয়ার ঠিক পূর্বে, কুমারীদের দল সময়ে এই মহান বিষয় সম্বন্ধে তন্দ্রাচ্ছন্ন ও নদ্রিতি থাকবে।" Second Advent Review and Sabbath Herald, Volume I, Number 2, James White.